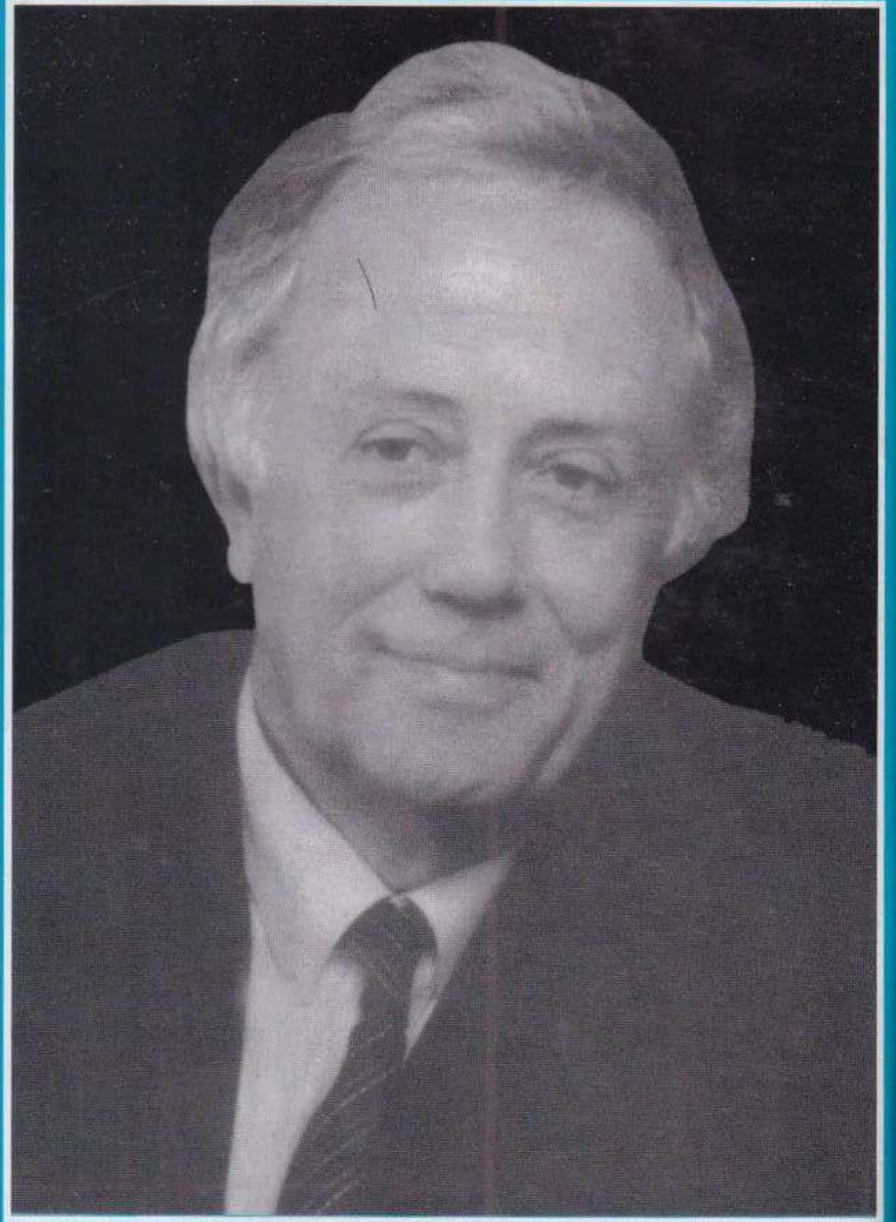


# হোমিওপ্যাথি মেডিসিন ফর দি নিউ মিলেনিয়াম

বৈপ্লবিক প্রাকৃতিক আরোগ্য ব্যবস্থার  
একটি পূর্ণাঙ্গ ভূমিকা যার সময় অত্যাশন্ন

মূল  
প্রফেসর জর্জ  
ভিথোলকাস

স্বাস্থ্য বিষয়ে  
বিশেষ অবদান  
রাখার জন্য  
১৯৯৬ সালে  
অন্টারনেটিত নভেল  
পুরস্কার লাভ করেন



অনুবাদ  
ডাঃ এস. হাসান



আলীগড় লাইব্রেরী

১৫৮ ঢাকা নিউ মার্কেট, ঢাকা-১২০৫

## বিষয় সূচি

অনুবাদকের কথা	৩
গ্রন্থাকার সম্পর্কে	৪
২৬তম সংস্করণের ভূমিকা	৫
প্রথম সংস্করণের ভূমিকা	৭
১. নতুন সহস্রাব্দের সূচনা	১১
২. স্যামুয়েল হ্যানিম্যান এবং সদৃশ নীতি	১৫
৩. হোমিওপ্যাথিক ওষুধ প্রস্তুতি	২৩
৪. জীবনীশক্তি	২৭
৫. গতিময় বা সূক্ষ্মতর স্তম্ভ	৩১
৬. রোগের পূর্বপ্রবণতা	৩৫
৭. হোমিওপ্যাথিক সাক্ষাতকার (রোগীলিপি গ্রহণ)	৪৫
৮. একটি নমুনা : ইনফুয়েঞ্জা	৫০
জেলসিমিয়াম সেম্পেরভিরেনাস	৫১
ব্যাণ্টিসিয়া	৫৪
ব্রাইওনিয়া এল্লাম	৫৬
ইউপেটোরিয়াম পার্ফোলিয়েটাম	৫৭
রাসটক্সিকোডেনড্রন	৫৯
৯. রোগীর দায়িত্ব	৬১
১০. হোমিওপ্যাথি কি কাজ করে	৬৭
এওরটা/মহাধমনী প্রতিস্থাপনের পর তা প্রত্যাখ্যান প্রক্রিয়ার কারণে	
তিন মাস যাবৎ নিদ্রাচ্ছন্ন একটি রোগীর বর্ণনা	৭২
একটি ক্রমবর্ধমান গ্যাংগ্রীন রোগের বর্ণনা, যার উরু থেকে পা দুটি	
কেটে বাদ দেবার প্রস্তুতি চলছিল	৭৩
ক্যান্সার রোগী প্যানক্রিয়াসের মাথায় ও মেটাস্টেসিস হয়ে লিভাও	৭৫
একটি লিভার এডিনো কার্সিনোমা রোগী	৭৬
নিউরোডারমাটাইটিস- এর সাথে জটিলতা সৃষ্টিকারী সেলিয়ক স্প্রু	
(ম্যালএ্যাবজরবসন সিনড্রম) এর একটি রোগীর বর্ণনা	৭৭
ফুসফুস ক্যান্সারসহ মস্তিষ্ক ও হাড়ে মেটাস্টেসিস রোগীর বর্ণনা	৭৭
১১. কিভাবে আরোগ্য ঘটে	৮৩
১২. আরোগ্যের আরো নীতিসমূহ	৮৮
১৩. ভবিষ্যতের জন্য পরিকল্পনা	৯২
১৪. একবিংশ শতাব্দীর প্রতিশ্রুতি	৯৭
১৫. বিশাল ভুল বোঝাবুঝি	১০২
১৬. বিকল্প কি	১০৬

১৭. পরিশিষ্ট-১ পাঁচটি ওষুধ চিত্র	১০৯
এলুমিনা	১১০
আর্জেন্টাম নাইট্রিকাম	১১৭
অরাম মেটালিকাম	১৩১
ব্যারাইটা কার্বানিকা	১৪৯
ক্যাল্কেরিয়া কার্বনিকা	১৬৭
১৮. পরিশিষ্ট-২ জাতীয় স্বাস্থ্যনীতির জন্য একটি বৈপ্লবিক প্রস্তাবনা	১৯৩
১৯. গ্রন্থ তালিকা	১৯৮

## অধ্যায়-১

# নতুন সহস্রাব্দের সূচনা (Coming of the New Millenium)

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে, স্বাস্থ্য এবং রোগ সম্পর্কিত ভাবনার ক্ষেত্রে এক গভীর বিপ্লব সূচিত হয়েছে। চিন্তাশীল ব্যক্তি এবং যারা খুব ভালো খোঁজখবর রাখেন তারা চির রোগের কার্যকর নিরাময়ের উপায় চাচ্ছেন, শুরু হয়েছে এদের থেকেই, এসবই প্রভাব ফেলেছে পেশাজীবী চিকিৎসকদের উপর, সেই সাথে সরকারের নীতি নির্ধারকদের উপরও।

আধুনিক কালে এ ধারার চিন্তাভাবনা ঠিক কোথায়, কবে শুরু হয়েছে তা নিশ্চিত করে বলা কঠিন। ঐতিহাসিকভাবে দেখলে তা আমাদের নিয়ে যায় হিপোক্রেটিস এবং তারও আগের সময়ে, তবে পরবর্তীতে প্রযুক্তি এবং চরম বস্তুবাদী বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গির আগমনের কারণে তা কিছুদিনের জন্য হারিয়ে গিয়েছিল।

মনোবিজ্ঞানের উন্নতি, সমগ্র মানব সত্ত্বার ধারণা, আধ্যাত্মিক সচেতনতার পুনর্জাগরণ এমনকি পরিবেশ সচেতনতা এসবই ঐ হারিয়ে যাওয়া চিন্তাধারাকে পুনরায় সামনে নিয়ে এসেছে। আধুনিক সময়ের উচ্চমানের শিক্ষার কল্যাণেই এ বৈপ্লবিক চেতনার বিকাশ ঘটেছে।

এ ধারা থেকেই উদ্ভব হয়েছে নানা ধরনের চিকিৎসা, ক্লিনিক, ক্লাস, সেমিনার, প্রকাশনা এবং ব্যবসাসমূহ, যাকে সাধারণভাবে বলা হয় 'সামগ্রিক স্বাস্থ্য'<sup>২</sup> (Holistic Health) আন্দোলন। মূল ধারণা হচ্ছে, আমরা প্রত্যেকেই এক অখণ্ড সমগ্র। আমরা এমন কোনভাবে বিভিন্ন অংশে টুকরো হতে পারি না যাতে একেক ভাগে একেক রোগ হতে পারে, বা পৃথক পৃথক রোগ নিরূপণ করা যেতে পারে। মহাবিশ্বের মৌলিক সূত্রকে অমান্য না করলে আমরা কোনভাবেই কোন বিশ্বাস, জীবনধারা, সম্পর্ক বা চিকিৎসা দ্বারা বিভক্ত হতে পারি না। আমরা প্রত্যেকেই একক ও অনন্য ব্যক্তি, পরিপূর্ণ ও সমগ্র, আমাদের চারপাশের মহাবিশ্বের সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়ে কাজ করছি সামগ্রিক সত্ত্বা হিসেবে। স্বাস্থ্য বা রোগের সব

<sup>২</sup> Holistic Health : লেখক এখানে বুঝিয়েছেন এমন একটি চিকিৎসা পদ্ধতি যেখানে রোগীকে অখণ্ড সত্ত্বা বিবেচনা করে রোগ নিরূপণ করা হয়, যে ওষুধ প্রয়োগ করা হয় তা বিষাক্ততা মুক্ত, দেহে কোন পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া না ঘটিয়ে প্রাকৃতিকভাবে আরোগ্য সম্পাদন করে। এ ইংরেজি শব্দটির বাংলা করা হল 'সামগ্রিক স্বাস্থ্য বা চিকিৎসা'-অনুবাদক।

অবস্থানই এ প্রেক্ষিতে বিবেচনা করতে হবে। এ পরিপ্রেক্ষিতে আমরা যত বেশি এ নীতি মেনে এর গঞ্জির মধ্যেই যাপন করব, ততই উপভোগ করব নিরবিচ্ছিন্ন অবস্থান এবং ভারসাম্যপূর্ণ জীবনীশক্তি।

সামগ্রিক স্বাস্থ্য মতবাদের দ্বিতীয় মৌলিক নীতি হচ্ছে যে, সবচেয়ে কার্যকর, বস্তুতপক্ষে একমাত্র আরোগ্যের পথ হচ্ছে পীড়িত ব্যক্তির রোগ প্রতিরোধ কৌশলের শক্তিকে বৃদ্ধি করা। সহজাত একটা স্বীকৃতি রয়েছে যে, জীবন্ত ব্যক্তি একটি সহজাত শক্তি দ্বারা (পরবর্তীতে এ বিষয়ে আলোচনা করা হবে) সচল থাকে। এটি যখন বিশৃঙ্খলিত হয় তখন রোগ নির্দেশিত হয়, যখন সঠিকভাবে ক্রিয়াশীল থাকে তখন তা স্বাস্থ্য নির্দেশ করে। এ শক্তির স্বরূপ এখন পর্যন্ত বৈজ্ঞানিকভাবে উদঘাটন, অবলোকন বা পরিমাপ করা হয় নি। কিন্তু এ শক্তি যে আমাদের ভেতরে কাজ করছে সে বিষয়ে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল রয়েছি।

আমরা লক্ষ্য করে দেখেছি যে, আমাদের কিছু বন্ধু অন্যদের চেয়ে উচ্চ জীবনীশক্তির অধিকারী। জীবনীশক্তি উঠানামা করে ঘণ্টায় ঘণ্টায়, দিনে দিনে, এ অভিজ্ঞতা আমাদের প্রত্যেকেরই রয়েছে; এ পরিবর্তনের জন্য আমরা বিভিন্ন রকম চাপ, খাদ্য, ঘুম ইত্যাদিকে দায়ী করি, কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে কারণ যাই হোক না কেন, আমাদের অভিজ্ঞতা হচ্ছে জীবনীশক্তির হ্রাস-বৃদ্ধি আছে।

একজন 'সামগ্রিক স্বাস্থ্য' চিকিৎসক তার রোগীকে তার নিজের জীবনের বিভিন্ন দিকগুলোকে চিহ্নিত করতে সাহায্য করেন, কোনগুলো প্রাকৃতিক প্রক্রিয়াকে উজ্জীবিত করে, আর কোনগুলো তাদের প্রতিরোধ করে। এরপর নিজের স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের প্রাথমিক দায়িত্ব রোগীর নিজের কাঁধেই বর্তায়। এ প্রেক্ষিতে, লক্ষণগুলোকে দেহ কর্তৃক সংঘটিত রোগ নিরাময় প্রচেষ্টা বা পীড়ার সংকেত হিসেবে দেখা হয় এবং চিকিৎসার জন্য তাকে সেভাবেই বিবেচনা করা হয়। এ ধারণাটি প্রচলিত চিকিৎসা শাস্ত্রের ধারণার সাথে বৈসাদৃশ্যপূর্ণ, এদের দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে এ লক্ষণগুলোকে দাবিয়ে দিতে হবে।

আমি এখন কয়েকটি প্রধান সামগ্রিক চিকিৎসা প্রক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনা করতে চাই, পরিষ্কার করতে চাই এর অবস্থান, যার মধ্য থেকে আমরা হোমিওপ্যাথিকে অনুধাবন করতে পারব। এ ধরনের প্রথম সামগ্রিক ধারণা ছিল পুষ্টি, যা তখন ব্যাপক জনস্বীকৃতি লাভ করে। ১৯৫০ এর দিকে এর প্রণেতা এডলি ডেভিস (Adelle Davis) প্রথম একে জনপ্রিয় করে তোলেন। সুস্বাস্থ্যের সারকথা হচ্ছে সঠিক পুষ্টি, এ ধারণা দ্রুত জনপ্রিয়তা পায়। সঠিক সুসামঞ্জস্যপূর্ণ পুষ্টির প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতনতা যখন বৃদ্ধি পায়, তখন জনগণ নিজেদের

খাদ্য ও পুষ্টির প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতনতা নিয়ে তাদের চিকিৎসকদের সাথে আলোচনা করতে থাকে- এ কথা সামনে নিয়ে আসতে যে তারা এ বিষয়ে তাদের চিকিৎসকদের চেয়ে বেশি জানে। অতিন্দ্রিয় রহস্যে ঘেরা চিকিৎসা বিদ্যার ক্রম অবসান ঘটানোর ক্ষেত্রে এটি ছিল প্রথম সর্বাপেক্ষা বিশাল পদক্ষেপ।

এডলি ডেভিস কর্তৃক শুরু হওয়া তাঁর এ প্রিয় ধারণা একসময় তাঁর নাগালের বাইরে চলে যায়। মানবগোষ্ঠীর বিকাশের পেছনে প্রকৃতপক্ষে যে ধরনের পুষ্টির ভূমিকা ছিল তাতে ফিরে যায়। তবে দুটি নীতি গুরুত্ব পায়- উপযুক্ত পুষ্টিদ্রব্যের সংস্থান (প্রাথমিকভাবে শস্য, বীজ, বাদাম, শাকসজি এবং ফলের মাধ্যমে) এবং নানাবিধ উপায়ে দেহ থেকে বিষাক্ত উপাদান অপসারণ প্রক্রিয়া। এভাবে, একই সাথে যথাযথ ভারসাম্যপূর্ণ পুষ্টিদ্রব্যের যোগান এবং দেহকে বিষাক্ত উপাদানের ভারমুক্ত করার মাধ্যমে জীবনীশক্তিকে নিরবিচ্ছিন্ন রাখা হয়।

পুষ্টি প্রদান ও বিষাক্ত উপাদান অপসারণ দেহের তৃতীয় আর একটি প্রয়োজনকে সংযুক্ত করে তা হচ্ছে ব্যায়াম। পুরো বিবর্তন প্রক্রিয়া জুড়ে প্রায় গত শতাব্দী পর্যন্ত ব্যায়াম ছিল দৈনন্দিন স্বাস্থ্য টিকিয়ে রাখার মূল দিক। গত কয়েক বছর ধরে ব্যায়ামের প্রতি যথার্থ আগ্রহের সৃষ্টি হয়েছে, শুধু একটি চিকিৎসা হিসেবে নয়, আত্মোন্মোচনের এবং নির্ভেজাল আনন্দ লাভের জন্যও। অর্জিত স্বাস্থ্যকে সুরক্ষার জন্য যথার্থ পুষ্টি ও ব্যায়াম খুবই চমৎকার একটি সমন্বয়, কিন্তু এদের মধ্যে কোনটি চিকিৎসা শাস্ত্রের জন্য জরুরি?

অনেকগুলো প্রয়োগ কৌশল পুনঃআবিষ্কৃত হয়েছে বা জনপ্রিয়তা পেয়েছে- আকুপাংচার, পোলারিটি ম্যাসেস, লোমি ম্যাসেস, রিফ্লেক্সলজী, নানা ধরনের অঙ্গিক উপাচার, কাইরোপ্র্যাকটিস, অস্টিওপ্যাথি ইত্যাদি। এ ধরনের অনেকগুলো প্রয়োগ কৌশল হাতে পেয়ে মানুষ বিশ্বাস করতে শুরু করল যে, ক্রনিক রোগের চিকিৎসার জন্য দেহের নিজস্ব আরোগ্য প্রক্রিয়াকে পরিপুষ্ট করতে দিয়ে, তাকে বাধাহীনভাবে কাজ করতে দিয়ে, তাকে পুনঃভারসাম্যে ফিরিয়ে আনতে হবে এবং তা করতে হবে ওষুধের বিষক্রিয়া, বিকিরণ বা সার্জারীর সাহায্য ছাড়া।

দুর্ভাগ্যক্রমে, চিররোগে আক্রান্ত ব্যক্তির অতি আশা অবশেষে নিরাশায় পরিণত হল, যদিও নতুন পদ্ধতিগুলো কিছুটা স্বাচ্ছন্দ্য দিতে পেরেছিল, ভবু প্রচলিত পদ্ধতিতে আরোগ্য যেমন দূরে ছিল এখানেও তার চেয়ে বেশি কাছে আসতে পারল না। দেখা গেল সুফল ধরে রাখতে হলে রোগীকে চিকিৎসা চালিয়েই যেতে হবে, ফলাফল ক্ষণস্থায়ী বা ক্রম অবনতির দিকে হলেও। চিররোগের উৎপত্তি সম্পর্কে

মৌলিক অন্তর্দৃষ্টি এবং চিকিৎসা পদ্ধতির যথার্থ নীতিমালা না থাকায় নতুন পদ্ধতিগুলো শুধু প্রয়োগ কৌশলই রয়ে গেল।

এরকম প্রেক্ষাপটে ব্যাপক সংখ্যক মানুষ হোমিওপ্যাথির অতি পরিশীলিত বিজ্ঞানের দিকে ঝুঁকে পড়ে। আমার চল্লিশ বছরের চিকিৎসা অভিজ্ঞতার আলোকে বলছি, এটি হচ্ছে বর্তমান কালের সকল তরুণ ও চিররোগের বিরুদ্ধে সবচেয়ে কার্যকর প্রাকৃতিক চিকিৎসা পদ্ধতি। অবশেষে সামগ্রিক চিকিৎসা পদ্ধতির সারবস্তু আমাদের নাগালে এল এবং স্বপুচারিত প্রকৃত আরোগ্য পরিণত হল বাস্তবে।

## অধ্যায়-২

# স্যামুয়েল হ্যানিম্যান এবং সদৃশ নীতি (Samuel Hahneman and the Law of Similars)

'The physician's highest and only calling is to restore health to the sick, which is called Healing'- Samuel Hahneman.<sup>1</sup>

রোগ আরোগ্যের জন্য মানবদেহের জীবনীশক্তিকে প্রচণ্ডভাবে উদ্দীপ্ত করার অত্যন্ত সুশৃঙ্খল পদ্ধতি হচ্ছে হোমিওপ্যাথি। এটি কতকগুলো সরল কিন্তু গভীর অন্তর্দৃষ্টিযুক্ত প্রাকৃতিক নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত, যা সাধারণ বিশ্বাসের বিপরীত।

হোমিওপ্যাথির বিভিন্ন বিষয় এত বেশি পরিশীলিত জ্ঞানের শাখা যে, গুটিকয়েক সেমিনার শুনে বা এ বই পড়ে তা অনুধাবন করা সম্ভব নয়। ধারণাগত দিক থেকে নীতিগুলো খুবই সরল, কিন্তু তা পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন, এজন্য প্রয়োজন বছরান্তরের নিবিড় প্রশিক্ষণ এবং প্রয়োগের অভিজ্ঞতা- বেশ, বেশ কিছু বছর মানসম্মত চিকিৎসা বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন।

হোমিওপ্যাথির সঠিক স্বরূপ উদঘাটনের জন্য আমাদের অবশ্যই প্রায় ২০০ বছর পেছনে ফিরে যেতে হবে। পরীক্ষা করতে হবে চিকিৎসা বিজ্ঞানের সম্ভবত সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ইতিহাস, যার সবটাই ঘিরে আছে একটি মানুষকে, আমি নিশ্চিত, একসময় এ মানুষটি আইনস্টাইন, নিউটন এবং হিপোক্রেটিসের মত অসাধারণ আবিষ্কারকদের পাশে একজন মহানায়ক হিসেবে ইতিহাসে নিজের স্থান করে নেবে। তাঁর অন্তর্দৃষ্টি, স্বাস্থ্য ও রোগ সম্পর্কে আমাদের ধারণার মৌলিক ও স্থায়ী পরিবর্তনই শুধু নয়, ঐসব অসাধারণ মানুষদের মত অস্তিত্বের নিজস্ব প্রকৃতিও পরিবর্তন করে দিয়েছেন। এ কারণেই আমরা এ মানুষটির জীবন ও ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত খোঁজখবর নেব, যা থেকে হোমিওপ্যাথির মূল নীতিগুলোকে পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করা যাবে।

<sup>1</sup> চিকিৎসকের সর্বোচ্চ এবং একমাত্র কর্তব্য হচ্ছে পীড়িতকে পূর্ববাহ্যে ফিরিয়ে নেয়া, যাকে আরোগ্য বলা হয়।

১৮১০ সালে জার্মানির একটি ছোট্ট শহর টেরেগও থেকে 'অর্গানন অব দি আর্ট অব হিলিং' শিরোনামে একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। অর্গানন একটি গ্রিক শব্দ, যার অর্থ উপায় বা পথ। এর লেখক স্যামুয়েল হ্যানিম্যান, তিনি ছিলেন ঐ সময়ের একজন প্রথিতযশা চিকিৎসক এবং চিকিৎসা সম্বন্ধীয় পুস্তক লেখক। সুতরাং তাঁর লেখা আরেকটি বই স্বাভাবিকভাবেই সকলের মধ্যে আগ্রহের সৃষ্টি করে। বইটি পাঠ করেই ইউরোপীয় চিকিৎসক সমাজ হাঙ্গামা শুরু করে দেন। কারণ, এ বইটিতে তিনি সম্পূর্ণ নতুন ও মৌলিক একটি চিকিৎসা পদ্ধতির অবতারণা করেন, যা ঐ সময়ের প্রচলিত চিকিৎসা ধারণাগুলোর সম্পূর্ণ বিপরীত।

হ্যানিম্যান তাঁর নতুন চিকিৎসা পদ্ধতির নাম দিলেন 'হোমিওপ্যাথি'। 'Omeos' যার অর্থ 'সদৃশ' এবং 'Pathos', যার অর্থ 'যাতনা ভোগ করা', গ্রিক ভাষার শব্দ থেকে তিনি নামটি নিলেন। তাই হোমিওপ্যাথির অর্থ হচ্ছে 'এমন বস্তু দিয়ে চিকিৎসা করা যা রোগের সদৃশ ভোগান্তির (রোগ লক্ষণ) সৃষ্টি করতে পারে।' ২০ বছরের পর্যবেক্ষণসমৃদ্ধ সঞ্চয়, এ বিজ্ঞানের আইন ও নীতিসমূহ তিনি এ বইটিতে বিধৃত করেন। এখানে হ্যানিম্যান যা তুলে ধরেন এবং দাবি করেন তা সংক্ষেপে :

১. প্রকৃতির কতকগুলো আরোগ্য নীতি দ্বারা আরোগ্য ক্রিয়া সম্পন্ন হয়।
২. এ নিয়মনীতির বাইরে কারো পক্ষে আরোগ্য করা সম্ভব নয়।
৩. কোন রোগ নেই, আছে শুধু রোগগ্রস্ত ব্যক্তি।
৪. যেহেতু রোগ সবসময়ই গতিশীল প্রকৃতির তাই আরোগ্যকারী হতে হলে ওষুধকেও একই গতিশীল স্তরের\* হতে হবে।
৫. রোগীর জন্য একটিমাত্র নির্দিষ্ট ওষুধ প্রয়োজন, রোগের নির্দিষ্ট স্তরে অন্য কোন ওষুধ কাজ করে না। যতক্ষণ পর্যন্ত না নির্দিষ্ট ওষুধটি পাওয়া যায় ততক্ষণ রোগীর আরোগ্য হবে না, বড়জোর তার সাময়িক উপশম হবে।

নাটকীয় আরোগ্য প্রক্রিয়া প্রদর্শনের কারণে হোমিওপ্যাথি দ্রুত ইউরোপ এবং সারা বিশ্বের ব্যাপক সমর্থন আদায় করে নেয়। কিন্তু তাঁর বই প্রথম প্রকাশিত হবার পর থেকেই যারা ঐ সময় রক্তমোক্ষণ, বিরোচক এবং ঘর্মাকারক ব্যবস্থাপত্র দিয়ে চিকিৎসা করতেন তাদের পক্ষ থেকে তীব্র এবং তিক্ত বাধার সম্মুখীন হন।

২. গতিশীল স্তর বলতে হ্যানিম্যান শক্তিস্তরকে বুঝিয়েছেন। অর্থাৎ ওষুধ হবে শক্তি বস্তু নয়- অনুবাদক।

হ্যানিম্যান তাতে হতোদ্যম হন নি। তিনি অত্যন্ত মেধাবী হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে তারা তখন বুঝতে পারে নি।

তাঁর প্রথম জীবনী লেখক, টমাস ব্র্যাডফোর্ড বর্ণনা করেন কিভাবে তাঁর পিতা তাঁকে বন্দি করে রাখতেন, যাকে তিনি বলতেন 'ভাবনার চর্চা'—তিনি তখন নিজের সমস্যার সমাধান নিজেই করতেন। এভাবে হ্যানিম্যান অন্তর্জ্ঞান এবং অন্তর্দৃষ্টিকে পূর্ণতর করতে শেখেন এবং বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তির সীমাবদ্ধতাগুলোকে জেনে ফেলেন।

কার্যত হ্যানিম্যান তাঁর সকল পদক্ষেপ সাবধানতার সাথে ফেলেছেন। যখন তাঁর বয়স বার বছর, তাঁর শিক্ষক তখন তাঁকে অন্য ছাত্রদের গ্রিক ভাষা শেখানোর জন্য নিয়োজিত করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়ন এবং চিকিৎসাবিদ্যা পড়ার সময় তিনি নিজেই ইংরেজি ভাষার বইগুলো জার্মান ভাষায় অনুবাদ করে নিতেন। ১৭৭৯ সালে তিনি লিপজিগ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চিকিৎসা বিষয়ে ডিগ্রি লাভ করেন, এর পর পরই তিনি চিকিৎসা এবং রসায়ন বিষয়ে ক্রমাগত বিভিন্ন পুস্তক প্রকাশনা শুরু করেন। ১৭৯১ সালে তাঁর রসায়ন বিষয়ে গবেষণা কর্মের জন্য তিনি 'Accademy of Science in Mayence' -এ নির্বাচিত হন। তাঁর, 'Apothecary's Lexicon' ঐ সময়ের উচ্চমানসম্পন্ন একটি পাঠ্য পুস্তকে পরিণত হয় এবং সকল চিকিৎসকের মধ্য থেকে তাঁকে মনোনীত করা হয় জার্মান ফার্মাকোপীয়ায় স্বীকৃত মান অনুযায়ী প্রমিত করার জন্য।

মেডিক্যাল স্কুল থেকে গ্রাজুয়েশন পাবার পর পরই তিনি বিয়ে করেন, সন্তান হয়, হয় একটি পরিবার। এ সময় রসায়ন এবং চিকিৎসাশাস্ত্রে তাঁর খ্যাতি তাঁকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে দেয়। তা সত্ত্বেও তিনি তৃপ্ত ছিলেন না। হ্যানিম্যান চিকিৎসা পেশা ছেড়ে দেন, সহকর্মী ও বন্ধুদের কাছে নিজের হতাশার কথা জানিয়ে তাঁর বন্ধুকে লেখেন:

“অন্ধকার পথে হাঁটা আমার জন্য চিরদিন ছিল অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক, আমাকে যখন পীড়িতকে আরোগ্য করতে হবে, ব্যবস্থাপত্র দিতে হবে, কল্পনাপ্রসূত অমুক বা তমুক রোগের ভিত্তিতে এবং সেসব বস্তু দ্বারা যা স্বেচ্ছাচারী সিদ্ধান্তে মেটেরিয়া মেডিকাতে স্থান পেয়েছে... আমার বিয়ের পর পরই আমি চিকিৎসা পেশা ত্যাগ করলাম, কারণ মানুষের ক্ষতি করার ঝুঁকি আর নেয়া উচিত নয়, আমি একমাত্র রসায়নশাস্ত্রে মনোনিবেশ করলাম এবং সাহিত্য পেশায় নিয়োজিত হলাম।”

তিনি পিতা হবার পর, যখন তাঁর প্রিয় সন্তান রোগ সঙ্কটের মুখোমুখি হল, তখনও তিনি সিদ্ধান্ত পাল্টালেন না। একই বন্ধুকে তিনি আবার লিখলেন, “আমার সন্দেহ চতুর্গুণ হয়ে গেল, যখন দেখলাম যে, আমি তাদের কোন যন্ত্রণার লাঘব করতে পারলাম না।” পরিবারের ভরণ-পোষণের জন্য তিনি চিকিৎসা বিষয়ক অনুবাদ কর্ম চালিয়ে গেলেন। চিকিৎসা পেশায় থাকলে তিনি প্রচুর আরাম-আয়েশে জীবন যাপন করতে পারতেন। কিন্তু তিনি “যার ভ্রান্তি এবং অনিশ্চয়তা আমার মনের মধ্যে ঘৃণার জন্ম দিয়েছিল” এমন একটি পদ্ধতির সাথে সমঝোতার চেয়ে দারিদ্র্যতাকেই শ্রেয় মনে করলেন।

এসব সত্ত্বেও হ্যানিম্যানের সক্রিয় মন আগের মতই উদ্যোগী, সংস্কারমুক্ত ও সুশৃঙ্খল রইল। তিনি স্বাস্থ্য এবং রোগের মূল বিষয়কে তন্ন তন্ন করে পরীক্ষা করলেন, একদম নির্দয়তার সাথে। এভাবে কাজ করতে গিয়েই হোমিওপ্যাথির প্রথম মৌলিক নীতিটি পেয়ে গেলেন। লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক গ্যালেনের লেখা মেটেরিয়া মেডিকা ‘A compendium of the actions of therapeutic agents’ অনুবাদ করছিলেন। গ্যালেন গভীর অভিনিবেশ সহকারে তাঁর বইয়ে বিশ পৃষ্ঠা লিখেছিলেন পেরুভিয়ান বার্ক (আজকাল যা কুইনাইন বলে পরিচিত তার উৎস)- এর চিকিৎসা গুণ সম্পর্কে। তিনি ম্যালেরিয়া চিকিৎসায় এর আরোপিত সাফল্য বর্ণনা করেছিলেন যা আসলে ঠিক ছিল না। হ্যানিম্যান গ্যালেনের এ ব্যাখ্যায় এত অসন্তুষ্ট হন যে, তিনি আশ্চর্যজনক এক ঘটনা করে বসেন, তিনি কয়েক ডোজ পেরুভিয়ান বার্ক নিজেই সেবন করেন। ঐ সময়ের চিকিৎসা জগতে এরূপ ঘটনা কল্পনা করা যায় না। কোন বিষয়টি তাঁকে এরকম ঘটনা ঘটাতে প্ররোচিত করেছিল তা জানা যায় নি, কিন্তু তাঁর গবেষণা চিকিৎসা বিজ্ঞানে এক নতুন যুগের সূচনা করে। তিনি এর ফলাফল ব্যাখ্যা করেন, এভাবে :

“পরীক্ষা করার জন্য আমি এটি গ্রহণ করি, দিনে দুবার, ৪ ড্রাকাম খাঁটি চায়না। প্রথমে আমার পায়ের তলা, আঙুলের ডগা ঠাণ্ডা হয়ে আসে; আমি দুর্বল ও নিদ্রালুতা বোধ করি, এরপর আমার হৃদস্পন্দন দ্রুত হতে থাকে, এবং নাড়ি হয় দৃঢ় ও খাট; অসহনীয় উৎকর্ষা, কম্পন, সারা পা জুড়ে অবসাদ; এরপর আমার মাথার মধ্যে দপদপানী, আমার গালে লালচে আভা, পিপাসা, অল্প সময়ের মধ্যে এসব লক্ষণ চলে আসে, সন্ধ্যায় জ্বরের সাধারণ লক্ষণের